International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ভিন্ন স্বরে তসলিমা নাসরিনের কবিতা

ড. রূপা ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণনগর মহাবিদ্যালয়

ABSTRACT

In the patriarchal system of logic, men have assigned women the status of an unknown other. Patriarchal ideology has confined women within a specific sphere to maintain its false dominance. The assertive claim of men over women's bodies, minds, and everything else, good or bad, is considered self-evident. It's worth noting that privileged people have always marginalized those who are confined, but in a sexist society, the oppression of women differs from other forms of oppression for various reasons. Women have always complemented men, but patriarchal society has sought to establish a master-servant relationship between men and women. To attain the dignity of true existence, female poets have had to overcome many difficulties, challenging the masculine system of signification. In the Bengali intellectual world, female consciousness as a conceptual framework is a distinct alternative. However, the artistic subtlety and processes of signification that are so strongly expressed in the works of European poets are absent in Taslima's writings within the Bengali intellectual sphere. In fact, this lack is quite noticeable. The increasing pressure of anger, pain, and resentment aimed at breaking down conventional structures has prevented Taslima from creating a coherent language. However, she has challenged the spiritual inertia of conservative Bengali society by striking at its core. Her poetry collections such as 'Nirbasito Bahire Antare' (Exiled Outside and Within), 'Atale Antareen' (Imprisoned in the Depths), 'Balikar Gollachhut' (A Girl's Game of Tag), 'Ay Kashto Jhepe Jibon Debo Mepe' (Come, Pain, I will give my life measured out), and 'Nirbachita Kabita' (Selected Poems) point a finger at the oppression and humiliation of women. Hatred, anger, resentment, and bitterness flash in the words of her poems.

Keynotes: Patriarchal, Marginalized, Conservative, Conventional, intellectual, Masculine

পুরুষতান্ত্রিক যুক্তিশৃঙ্খলার রীতিতে রপ্ত পুরুষ নারীকে দিয়েছে অজ্ঞাত অপরের পদবি। পিতৃতান্ত্রিক বীক্ষা নিজের মিথ্যা দাপটকে বহাল রাখার জন্য নারীকে নির্দিষ্ট ছায়াবৃত্তের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ করেছে। নারীর শরীর, মন, ভালো-মন্দ সব কিছুর উপরই পুরুষের প্রতিবেদনের সরব দাবি স্বতঃসিদ্ধ। বলা ভালো, চিরকালই অন্তেবাসীদের কোনঠানা করে গেছে সুবিধাভোগী লোকেরা, তবে লিঙ্গবাদী সমাজে অন্যান্য নিগ্রহের চেয়ে নারী-নিগ্রহ নানা কারণে পৃথক হয়ে যায়। নারীরা তো সর্বদাই পুরুষকে সম্পূর্ণতা দিয়ে এসেছে কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কায়েম করতে চেয়েছে। প্রকৃত অস্তিত্বের মর্যাদায় পৌঁছানোর জন্য পুরুষোচিত চিহ্নায়ন পদ্ধতিকে কুঠারাঘাত করে মেয়ে কবিদের বেরিয়ে আসতে হয়েছে বহু কঠিনতার মধ্য দিয়ে। বাঙালির ভাবজগতে নারীচেতনা আকল্প-চিন্তাপ্রণালী হিসেবে অন্য বিকল্প। তবে ইউরোপীয় কবিদের রচনায় শৈল্পিক সূক্ষ্মতা ও চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া যতখানি প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছে, বাঙালির ভাববিশ্বে তসলিমার লেখায় তা অনুপস্থিত। বরং এর অভাব অনেকটাই লক্ষ করা যায়। প্রচলিত কাঠামোকে ভাঙার জন্য ক্রোধ, যন্ত্রণা, ক্ষোভের ক্রমবর্ধমান চাপ তসলিমাকে সুসঙ্গত ভাষা সৃষ্টি করতে দেয়নি। অবশ্য

রক্ষণশীল বাঙালি সমাজকে আঘাত করে এর আত্মিক জাড্যকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর 'নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে', 'অতলে অন্তরীণ', 'বালিকার গোল্লাছুট', 'আয় কষ্ট ঝেপে জীবন দেব মেপে', 'নির্বাচিত কবিতা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ নারী-নির্যাতন ও অপমানের দিকে তর্জনি সংকেত করেছে। ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ, তিক্ততা কবিতার শব্দে ঝলসে ওঠে। পুরুষ-সর্বস্বতার বিপ্রতীপে খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করে তসলিমার কবিতা:

সতীত্ব কাহাকে বলে?

আমি এর সংজ্ঞা চাই, সতীত্ব কাহার নাম, আমি এর রক্তপুঁজ ঘেঁটে
ত্বক ছিঁড়ে সুখদ মাংসের কাঁচা স্বাদ পেতে চাই।
শুনেছি সতীত্ব খুব সুস্বাদু জিনিস।
পরনের লাল শাড়ি, চুড়ি ফিতে, নাকের নোলক
খুলে ভেঙে দেখিনি সতীত্ব
দেখতে কেমন।
অস্পৃশ্য আঙুলে ছুঁতে চাই সতীত্বের সাতনরী হার।
সতীত্ব কোথায় থাকে
কার অঙ্গে বাস করে সতীত্বের সাপ?
জানে না নির্বোধ নারী এই সাপ তাকে বন্দি রাখে ঘরে
আর খোলা মাঠে ধূর্ত হাতে সাপ-খেলা দেখায় পুরুষ
পুরুষেরা ভদ্রলোক,
পুরুষের জন্য সতীত্বের সনদ লাগে না।
(সনদপত্র)

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মেয়ে প্রসঙ্গে 'শ্যামলী' কাব্যে বলেছিলেন যে তাদের ব্যথা, বুদ্ধির মিল যেমন হয় না তেমনি মিল হয় না ইচ্ছা ও শক্তিতে। সভ্যতার অনেক পর্যায় পেরিয়ে এসে বাংলাদেশের বিদ্রোহিনী নারী তসলিমার লেখায় ব্যথার সঙ্গে বুদ্ধি আর ইচ্ছার সঙ্গে শক্তি একাকার হয়ে গেল। দু' চোখের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন পুরুষকেন্দ্রিক সমাজকে। কিন্তু এই দৃপ্ত প্রতিবাদের আড়ালে রয়েছে অঝোরে ঝরা কান্না। আর, এখানেই আলাদা হয়ে যান তসলিমা:

আমিও মানুষ বটে
সামাজিক যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া নারী নামধারী শুধু
দ্বিপদী চিড়িয়া নই, আমিও মানুষ।
.....
আমারও একলা রাতে বড় একা লাগে
জ্যোৎস্নার জলে স্নান সেরে থোকা থোকা কষ্ট পেড়ে আনি
ভালবাসা আমাকেও বিষম কাঁদায়।
.....
.....
শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা

আমার পৃথিবী এত জল শোষে, এত মাটি
আমি তবু তৃষ্ণার্তই থেকে যাই অধিক জীবন।
(শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা)

'আমিও মানুষ' এই উচ্চারণের ভেতরে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে প্রান্তিকায়িত নারীর দীর্ঘ বঞ্চনার গোপন ইতিহাস। ধর্মগ্রন্থের শাস্ত্রকারেরা সকলেই পুরুষ। তাদের জগৎ ও সংস্কৃতি সবই পুরুষের। নারীর কোনও মর্যাদা নেই সেখানে। তাই নারীকে কখনও এঁরা বলেছেন স্বয়ং নরক, কখনও উনমানব আবার কখনও শয়তানের দূতী। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রতিবাদী লেখিকা অনেক নারীবাদী কাব্য রচনা করেছেন। প্রত্যেকের বিশ্ববীক্ষা স্বতন্ত্র। তাত্ত্বিকতায়ও রয়েছে ভিন্নতা। তবে তসলিমা কোনও তাত্ত্বিকতার পক্ষপাতিত্ব করেন না। তাই বলে নারীচেতনাবাদী তত্ত্ব তাঁর সঞ্চয়ে কম আছে, এমনটা কিন্তু মোটেই নয়। প্রতিদিনের, বলা ভালো, প্রতিমুহূর্তের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর জাগ্রত মনে বয়ে-যাওয়া বেদনা কাব্যে এনেছে সাহসিকতার পঙক্তি :

১. তোমার কাছে ফাঁপা একটি শরীর দাঁড়িয়েছে
হৃদয় ছিল একটি, সেটি নিলাম হয়ে গেছে।
(যে স্বামী প্রেমিক নয়, তাকে)

২. 'আমার জীবন
চর দখলের মতো দখল করেছে এক বিরাট পুরুষ।
আমার শরীর চেয়েছে সে নিজের অধীন।
.....
আমার হৃদয় চেয়েছে সে নিজের অধীন।
.....
আজীবন যেন দিই সতীত্ব প্রমাণ,
যেন তাকে ভালবেসে
কোন এক জ্যোৎস্নার রাতে বিষম আবেগে আমি আত্মহত্যা করি'
(শুভবিবাহ)

লৈঙ্গিক অভিজ্ঞান থেকে মানবিক পরিচয়ে উন্নীত হবার জন্য সংগ্রাম করেছেন তসলিমা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে ঘিরে রহস্যের অবগুণ্ঠন নির্মাণ করেছে চিরকাল, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্যান্য মেয়েকবিদের মতো তসলিমাও করেছেন। তবে তিনি সেইসঙ্গে আপত্তি জানিয়েছেন নারীর আত্মসমর্পণে, তার আচরণে, বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়াকে।

বাজারে এত শস্তায় আর কিছু মেলে না, যত শস্তায় মেয়েমানুষ মেলে,
ওরা একটা আলতার শিশি পেলে আনন্দে তিনদিন না ঘুমিয়ে কাটায়?
বাড়ির একটা নেড়ি কুত্তাও সময়ে ঘেউ ঘেউ করে
আর শস্তার মেয়েমানুষের মুখে একটা কুলুপ থাকে
সোনার কুলুপ।
(শস্তার জিনিস)

পিতৃতন্ত্রের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে ক্ষমতায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাতে হবে নারীকে। কেননা তসলিমা মনে করেন নারী-নিষ্পেষণ দূরীভূত করার মূল দায়িত্বে রয়েছে আত্মসচেতন নারীই। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানকে ভাঙার সাহস রাখেন তসলিমা। ইসলাম

ধর্মের অনুশাসনের দোহাই দিয়ে যে নারীনিগ্রহ চলে, এর প্রতিবাদ করেন তিনি ইসলামি রাষ্ট্রে থেকে। তাই বলে তাঁকে ইসলাম-বিরোধী বলা যায় না, কেননা হিন্দু সমাজেও হিন্দু ধর্মের নামে নারী-নিষ্পেষণ যে কম হয়, এ কথা অবশ্যই বলা যায় না। তাই বলে কি তাঁকে হিন্দু-বিদ্বেষী বলা যায়? মোটেই না। তাহলে কি পুরুষ-বিদ্বেষী? এমনটা হলে তাঁকে নারী-বিদ্বেষীও বলা যায়। তসলিমাকে যতই সমালোচনা করে কোনঠাসা করা হোক না কেন, তাঁর লেখনীর যুক্তির মধ্যেই রয়েছে বয়ানের পরিচ্ছন্ন চাবিকাঠি:

আমি লিঙ্গে বিশ্বাসী নই,
ভগবানের লিঙ্গকেই পরোয়া করি না, ইফেল কোন ছার।
(লিঙ্গপূজা)

মেয়ে মানেই পাপ, মেয়ে মানেই জরায়ু এ ধরনের দীর্ঘ লাঞ্ছনাময় ঐতিহ্যে প্রবল প্রত্যাঘাত করেন তসলিমা। ধর্মতন্ত্রের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে যারা বিনা কারণে তাঁকে আক্রমণ করেছে, তাদের মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছেন তিনি। আত্মছলনাকে মেনে নিয়ে সত্যকে সত্য বলা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু তসলিমার লেখা মিথ্যা ও সত্যভ্রম থেকে সত্যকে আলাদা করে নিতে সর্বদাই তৎপর। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্পষ্টবাদী নারী মানেই সমাজে অপ্রিয় হওয়া। আর এই মনোভঙ্গি বাধ্য করে প্রতিবাদী নারীকে একা হতে। কিন্তু লেখিকার রচনায় এই একাকিত্বের একটা অন্য দিকও রয়েছে। তিনি বাবা এবং মেয়ের সম্পর্কের মধ্যে যেমন ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া লক্ষ করেন, তেমনি ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যেও আরোপিত মূল্যবোধের কথা বলেন, আবার মা ও ছেলের সম্পর্ক একসময় হয়ে ওঠে যান্ত্রিক সৌজন্যবোধের অভিব্যক্তি। নারী-পুরুষের বন্ধুত্বও পর্যবসিত হয় অধিকাংশ সময় যৌনতায়। নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুত্বের শিকড়ই বা কতটা গভীর? তবে মায়ের সঙ্গে মেয়ের, বোনের সঙ্গে বোনের সম্পর্কের সত্যতার কথা তিনি খুব একটা পর্যালোচনা করেননি:

সে তোমার বাবা, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার ভাই, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার বোন, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার মা, আসলে সে তোমার কেউ নয়।
তুমি একা,
তোমার চোখের জল মুছে দেয়, সেই আঙুলই তোমার আত্মীয়
তুমি যখন কাঁদো, তোমার আঙুল তুমি যখন হাঁটো, তোমার পা
তুমি যখন কথা বলো তোমার জিভ
তুমি যখন হাসো, তোমার আনন্দিত চোখই তোমার বন্ধু,
তুমি ছাড়া তোমার কেউ নেই
কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ নেই।
তবু এত যে বলো তুমি তোমার,
তুমি কি আসলে তোমার?
(দ্বিখণ্ডিত)

তসলিমার এই নিঃসঙ্গতা শুধুমাত্র সম্পর্কজনিত নয়। আসলে তা পুরুষের সমাজে প্রতিবাদী নারীর একাকিত্ব। তবে তিনি কোনও সংগঠনে আস্থা রাখেন না। নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি ঋজু হয়ে যে লাঞ্ছিত 'আমি' এর কথা বলেন, এর অন্তরালে রয়ে যায় নিষ্পেষিত 'আমরা' এর গুঞ্জন।

তুমি যদি নারী হয়ে জন্ম নাও
শৈশবে তোমাকে শাসন করবে পিতা
তুমি যদি নারী শৈশব পার কর
যৌবনে তোমাকে শাসন করবে স্বামী
তুমি যদি নারী হয়ে যৌবন পার কর
বার্ধক্যে তোমাকে শাসন করবে পুত্র।
জীবনভর তোমাকে শাসন করছে পুরুষ।
এবার তুমি মানুষ হও, মানুষেরা কারও শাসন মানে না
তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করে স্বাধীনতা।
(পিতা, স্বামী ও পুত্র)

সুদীর্ঘ কাল থেকেই নারীকে যৌনতার দ্যোতক হিসেবেই দেখা হয়। যদিও নারী ও পুরুষ উভয়েরই শরীর ও সত্তা দুইই আছে। তবে এটাও তো ঠিক যে লিঙ্গভেদ শুধু হয় শরীরের, সত্তার কোনও লিঙ্গবিভাজন নেই। অথচ পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির ক্ষমতায়ন নারীর সত্তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেয় না, বরং অস্বীকার করে। এরই বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে নারীকে বিষয়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তসলিমা। সাম্প্রতিক কালে বাংলায় যে নারীকবির বাচনে এ বিষয়ে নিরন্তর প্রতিবাদী সুর জেগে ওঠে, তিনি হলেন তসলিমা নাসরিন।

কিছু কিছু পেটুক পুরুষ আছে
নারীকে তারা কচি গরুর মাংস মনে করে
মনে করে আমের মোরব্বা, মনে করে সেদ্ধ ডিম, দুধের সন্দেশ,
.....
কিছু কিছুটা পৃথিবীতে চিরকাল থাকেই
কিছু দুর্গন্ধ নির্যাস।
(কিছু না কিছু)

'নারী' শব্দের কোনও সমার্থক শব্দ নেই, যদিও 'পুরুষ' শব্দের আছে 'মানুষ'। তসলিমার তির্যক দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায়নি। তবে তিনি 'মেয়েলি' বা 'পুরুষালি' শব্দ নিয়ে তেমনটা পর্যালোচনা করেননি। কিন্তু 'নারীত্ব' শব্দটির ব্যবহার তাঁর লেখায় চোখে পড়ে। তেমনি 'ছেলেবেলা'র বিপ্রতীপে ব্যবহার করেছেন 'মেয়েবেলা' শব্দটিও। তিনি দেখান নারীত্ব ও মাতৃত্ব দুটিই পুরুষের স্বার্থসিদ্ধির সোপান। উভয়ই যৌনতা-কেন্দ্রিক। পুরুষ-সর্বস্ব দুনিয়ায় নারী শুধু যৌনতা-সর্বস্ব, যৌন সামগ্রী, এমনকি অবিবাহিত, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, বিধবা এদের ক্ষেত্রেও নারীর নারীত্ব যৌন নিগ্রহেরই উপাদান।

তিরিশে নাকি কমতে থাকে ভালবাসার শীত
আমার দেখি তিরিশোর্ধ শরীর বিপরীত।
(কাঁপন ১)

ধর্মের কল তো সবসময় পুরুষই নাড়ে। তাই বহু ক্ষেত্রে তা নারীকে পাথর-চাপা করে রাখার আরেক কৌশল। তসলিমা ছাড়াও আরো কয়েকজন লেখিকার রচনায় তা ফুটে ওঠে। বিশ শতকের প্রথম জ্যোতির্ময়ী দেবী, বেগম রোকেয়ার কলমে এই সত্য উচ্চারিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়েও অনেক মহিলা কবির লেখায় নারীপাঠকৃতি স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। পুরুষতন্ত্র নারীর মন ও শরীর দুটোকেই

নিজের অধীনে করে নিতে চায়; এমন কি পিতৃতন্ত্রের দাপটে নারীর অভিজ্ঞতাও কৃষ্ণবিবরে নিমজ্জিত হয়। চেতন ও অবচেতন জুড়ে শৃঙ্খলের পরম্পরাষ্ট্রে পুরুষ নাম দেয় ভালোবাসা। এই পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান কবি:

যাকে আমার ইচ্ছে করে তাকেই দেব মন
পায়ে শিকল, হাতে শিকল মনে
শিকল নেই শিকল যারা পরায় তারা শরীর শুধু চেনে
ক্ষুদ্র চেনা দিয়ে কি আর হৃদয় চেনে কেউ?
.....
শরীর দেব শরীর খুলে জৈব খেলা হোক
সৌর থেকে জগৎ তুলে তাদের হাতে দেব
তবু আমার মন দেব না অমূল্য এ মন
যাকে আমার ইচ্ছে করে কেবল তাকে ছাড়া।

(সোনার শিকল)

নারী মানেই যৌনসুখের আধার। মেয়েবেলা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কোথাও তার নিস্তার নেই এই অভিধা থেকে। তসলিমা মনে করেন, নারী আক্রমণাত্মক হোক, ক্ষমতাবান হয়ে উঠুক নারী। আশ্রয়দাতা হোক, আর পুরুষ হোক আশ্রিত। নারী যতক্ষণ খাদকের ভূমিকায় এসে না পৌঁছায় ততক্ষণ শারীরিক ও আত্মিক নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি নেই তার। :

১. সেদিন রমনায় দেখি একটা ছেলে মেয়ে কিনছে।
আমার খুব ইচ্ছে করে দশ পাঁচ টাকায় ছেলে কিনতে
ছেলের কামানো গাল, ধোয়া শার্ট, চুলে টেরি
পার্কের বেঞ্চে, বড় রাস্তায় ত্রিভঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে-

(বিপরীত খেলা)

২. নারীই পারে দিতে নারীকে নিষ্কৃতি
রীতির গায়ে ঢেলে
সভ্য পেট্রোল, নারীই দেবে জ্বেলে
সতীর ব্রতকথা, নষ্ট বহেসত।

(নিষ্কৃতি)

আক্রমণাত্মক পুরুষ-সংস্কৃতির তিক্ত প্রাকৃতিকতাই কি এর মূল পরিচয়?

১. এতকাল চেনা এই আমার শরীর
সময় সময় একে আমি নিজেই চিনি না।
একটি কর্কশ হাত
নানান কৌশল করে চন্দন চর্চিত হাতখানি ছুঁলে
আমার স্নায়ুর ঘরে ঘন্টি বাজে, ঘন্টি বাজে।
.....
পুরুষের স্পর্শে আমি

ঘুমন্ত শৈশব ভেঙে জেগে উঠি
আমার সমুদ্রে শুরু হয় হঠাৎ জোয়ার।
রক্তে মাংসে ভালবাসার সুগন্ধ পেলে
প্রকৃতিই আমাকে বাজায়
আমি তার শখের সেতার।

(দেহতত্ত্ব)

২. তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ
আমি তোমাকে কী?
ভালবাসার হাঁড়ি কলস
উপুড় করেছি।

(বিনিময়)

প্রতিটি পদক্ষেপে পরাধীনতাকে বয়ে নিয়ে চলতে চলতে নারীর জীবনে স্বাধীনতা হয়ে ওঠে অলীক স্বপ্ন। পিতৃতান্ত্রিক পরম্পরা শুধু নারীর যাপনচিত্রে পরাধীনতার শেকল পরিয়ে দেয় না, নারীর যৌনতার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি করে পরনির্ভরতা। বারবার ভিন্নলৈঙ্গিক যৌনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রতিবাদ হিসেবে যদি কোনও মেয়ে সমলিঙ্গের মধ্যে মেয়েলি যৌনতার আশ্রয় খোঁজে অর্থাৎ সমকামিতার পথ অবলম্বন করে তখন তা মোটেই অস্বাভাবিক হয় না:

১. কারো কাছে আর প্রাপ্তির কিছু নেই
হারাতে হারাতে হারাবারও নেই আর
.....
মানুষের ভিড়ে মানুষ এমন কই
যার কাছে কিছু প্রাপ্তির যোগ আছে।

(ঠিক আছে)

২. যেদিকে দু চোখ যায়, যাই
কে আছে সামনে এসে অনড় দাঁড়ায়,
দু হাত বাড়ায়
এত যে অসুখ বুকে
কে আছে সারায়?

(নিঃসঙ্গতা)

যৌন নিপীড়নের ইতিবৃত্ত তসলিমার রচনায় যেমন অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এর পাশাপাশি সমকামী যৌনতার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। বলা ভালো সমকামিতাকে পুরুষের যৌন নিগ্রহ প্রত্যাখ্যানের অন্যতম সংকেত মনে করেন তসলিমা। লেখিকার রচনা কেবল বিষাদ, তিক্ততা, প্রতিবাদের নয়, তাঁর মধ্যে রয়েছে ভালবাসার জন্য ব্যাকুলতাও: 'প্রতারক পুরুষেরা। একবার ডাকলেই/ ভুলে যাই পেছনের সজল ভৈরবী /একবার ভালবাসলেই সব ভুলে কেঁদে উঠি অমল বালিকা / (ভুল প্রেমে কেটে গেছে তিরিশ বছর)। আবার কবিই বলেন, ১. আমি একা / বেহেস্তের সুখদ উদ্যানে / একা আমি/ পুরুষের অন্ধ অশ্লীলতা দেখে / মনে মনে

দোজখের / অনন্ত আগুনে পুড়ি / সতীসাধ্বী নারী। (আগুন) ২. যেমন খুশি / ব্যবহারের জিনিস বটে নারী/ ইচ্ছে হলে / পায়ে শিকল / হাতে শিকল / শিকল দিও মনে / ইচ্ছে হলে / তালাক পারো। তালাক দিও/ তালাক বলে / দিও/ (নারীদ্রব্য)। তবে সবসময় সরাসরি অভিব্যক্তি শিল্পসম্মত হয় এমনও কিন্তু নয়। নারীর অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেলেই যে তা সবসময় নারীচেতনাবাদী হয়ে ওঠে, তা বলা যায় না। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত, শারীরিক অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণার কথকতা কবিতায় স্থান দেওয়া অনন্য দুঃসাহসিকতারই পরিচায়ক। আর এখানেই ভিন্ন হয়ে যান তসলিমা নাসরিন। তাঁর কবিতা শুধু ক্রোধ ও তিতিক্ষার নয়, বেদনা ও অভিমানেরও। সর্বোপরি নারী-পুরুষের সমসম্মান, সম-স্বাধীনতার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই তসলিমার কবিতার অভিজ্ঞান:

স্বাধীনতা কি তোমার ক্ষেতের ফসল, চাষ কর?
আমাকে এমন তবে মুঠোমুঠো দিতে চাইছ যে।
বোকা ছেলে
স্বাধীনতা তোমার জিনিষ নয়, সে আমারও।
জন্মের প্রথম বিশ্বাসে যে অম্লজান আমি গ্রহণ করেছি
স্বাধীনতা তার নাম, হৃৎপিণ্ডের দরজা খুলে
স্রোত নামে অবাধ রক্তের
প্রতি লোমকূপে স্বেদজল স্বাধীনতার, আমার
স্নায়ুতন্ত্র জানে যত নত হই, নগ্ন হই
ন্যূজ নিমগ্ন কাঙাল যত হই
মুঠোর ভেতর থাকে যে কোন সময়
ফুঁসে উঠবার দুর্বিনেয় স্বাধীনতা।

(পুরুষের দানদক্ষিণা)

Keynotes: পুরুষতান্ত্রিক, স্বতঃসিদ্ধ, অন্তেবাসী, লিঙ্গবাদী, আত্মিক জাড্যকে, তাত্ত্বিকতা

উল্লেখপঞ্জী

1. ভট্টাচার্য তপোধীর, কবিতা : নন্দন ও সময়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯
2. ভট্টাচার্য তপোধীর, ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, প্রমা প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
3. ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
4. ভট্টাচার্য তপোধীর, আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
5. Mcleod John, Beginning Postcolonialism, Manchester University Press, Manchester, New York
6. Chandler Daniel, Semiotics The Basics, 2nd Edition, Routledge, Oxon